“বিচার বা দন্ডাজ্ঞার নিমিত্তে উত্থাপন”

মাইকেল আস্‌টন

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Raised to Judgement

Michael Aston

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

March 2011

বিচার বা দণ্ডাজ্ঞার নিমিত্তে উত্থিত

পুনরুত্থান এবং বিচার সম্পর্কিত পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগন একটি জোরালো চমকপ্রদ সংবাদ বা বার্তা নিয়ে তৎকালীন রোমসম্রাজ্য প্রচার যাত্রা করেন। বার্তাটি ছিল এরকম, যীশু মৃত্যুবরন করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিনে অবস্থান করছেন। যারা তাঁতে বিশ্বস্ত ও বাধ্যগত হয়ে তাঁকে অনুসরন করবে তাদের জন্য ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা বিদ্যমান। বিভিন্নরকম সমালোচনা, উপহাস, বিদ্রুপ, অত্যাচার সত্ত্বেও এই প্রেরিতগন তাদের অবিস্মরণীয় আহবানে দৃঢ়তার সাথে সচল থেকেছে, প্রচার করেছে তাঁরা নিজেরাই খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং উর্দ্ধে উন্নিত করনের সাক্ষ্য। আর সেই সাক্ষ্য প্রদান শিষ্যগন তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করত, জনসমক্ষে প্রচার করতো যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যদের জন্য অপেক্ষা করছে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা।

সেইসকল প্রেরিতগনের মধ্যে একজন যিনি সেই প্রচারদলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই অবিস্মরণীয় চরমসত্য আশাব্যঞ্জক খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার প্রত্যাশার বিষয় জানতে পারি যা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা জানা সম্ভব নয় এবং সেটা সঠিক সত্য হবে না। "সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে আমি, আমাকেও দেখা দিলেন" (১ম করিন্থীয় ১৫:৮পদ)। এই প্রেরিতটি তাঁর প্রচারনার জন্য বন্দীত্ব বরণ করেন, ভীষন ভাবে অত্যাচারিত হন, এমনকি বন্দী অবস্থায়ও নিশ্চুপ থাকেননি, তাঁর হৃদয়ে, মনে গাঁথা যে বিশ্বাস, আশা সে সম্পর্কে বিভিন্ন বন্দীজনকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

ফিলিক্সের মহাসভার সম্মুখেঃ (At the Court of Felix)

জৌলুসময় রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ সম্রাজ্যের মহাসভার বাইরের উন্মুক্ত স্থানে পৌল দাঁড়িয়ে, বন্দী অবস্থায় নীত হয়েছে বিচারের জন্য। কৈসরদের অধিদপ্তর বলে পরিচিত এই মহাসভায় ফিলিক্স উচ্চ পদে তার স্থান দখল করে আছে, রোমে তার ব্যাপক আধিপত্য থাকার দরুন শানশওকতে সে দেশাধক্ষ্যের ক্ষমতাবলে অযৌক্তিক তথা অবান্তর প্রহসনের বিচারকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত, যদিও এই সকল কারনে দুঃখজনক ভাবে ফিলিক্সের পূর্ববর্তী দেশাধক্ষ্য সম্রাট নিরোকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়।

ফিলিক্সের পাশে তার অল্পবয়সী ভার্যাঃ দ্রুসিল্লা, এই পরমা সুন্দরীকে সে অল্পকিছুদিন পূর্বে বিবাহ করেছে। এই দ্রুসিল্লাকে ১৪ বছর বয়সে সম্ভবতঃ তার পিতা রাজা আগ্রিপ্প(১) তড়িঘড়ি করে সিরিয় রাজা আজিযুজের কাছে বিবাহ দেন। পরবর্তীতে তার কয়েকবছর পরই সে বিধবা হয়ে ফিলিক্সের পত্নী হয়ে তার মহাসভার সভা বর্ধন করতে থাকে। অপ্রাপ্তবয়সে প্রথমে রাজা আজিযুজ এবং পরবর্তীতে ফিলিক্সের মত অসভ্য ব্যক্তিদের স্ত্রী হবার পেছনে যে বিবাহের পবিত্র উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। এটা হয়তো সত্যি যে, হেরোদীয় বংশীয়রা বিবাহের সত্যতা, পবিত্রতাকে তেমন

কোন মূল্য দিত না, হেরোদ আন্টিপাসকে তার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করার কারনে সমালোচনা করায় যোহন বাপ্তাইজকে শিরচ্ছেদ হতে হয়েছিল (মথি ১৪:১-১১)।

সভ্য সমাজে দূষণ (Civilization Corrupt)

তৎকালীন সভ্যসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনাচার, দূষনতা ছিল ঠিক আমাদের বর্তমান বিংশশতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল অনাচার বিদ্যমান। বর্তমান কালের মত সেকালেও উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সমাজের দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সমালোচনা, তিরস্কারকে পছন্দ করতো না, তথাপি পৌল কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বন্দী অবস্থায় তাঁর বক্তব্যে শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন,

> "পৌল ন্যায়পরায়ণতার, ইন্দ্রিয় দমনের এবং আগামী বিচারের বিষয় বর্ণনা করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া উত্তর করিলেন, এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব" (প্রেরিত ২৪:২৫পদ)।

এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যে, বর্তমান জগতের কলুষিতময় সমাজে আমরা ঐ নীতিসমূহ মানতে পারছি কিনা, অথবা মানতে গিয়ে এই সমাজের অংশীদার হিসেবে শাস্ত্রীয় নীতি সমূহ মেনে চলতে গিয়ে আমাদের আচার-ব্যবহার ও চিন্তা ধারার কোন পরিবর্তন আনতে হবে কিনা। আমাদেরকেই আমাদের নিজ নিজ পরীক্ষা করতে হবে। কারণ সত্যি বলতে কি বিচারাজ্ঞা বা দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কিত কোন আলোচনাই তেমন সুখকর নয়, মনে হয় যেন এ বিষয়টির সাথে নরকের অর্ণিবান শিখা সংযুক্ত আছে। হয়তো বর্তমান মূহুর্তে আমাদের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু সেই অনন্ত সত্য যেটা শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, সেটা পৃথিবী হতে দূরে নয়। বিচার বা দণ্ডাজ্ঞা হচ্ছে মহান ঈশ্বরের সমন্বিত পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র যার মধ্যে দিয়ে সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পূর্ণ হবে। ঠিক সেই বৃদ্ধ ফিলিক্স এর মত আমরাও যদি বিষয়টিকে আমাদের বিবেক বুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই তাহলে আমাদের কাছে শাস্ত্রগত মতবাদসমূহ কঠিন মনে হবে। শক্তিধর ফিলিক্সও ভয়ে কাঁপতে শুরু করে, যখন সে বুঝলো তার বর্তমান জীবনধারা ও বিশ্বাসের সাথে তার ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারিত হবে না, কিন্তু সে তার বর্তমান জীবনের গতিধারাকে নত করে ভবিষ্যৎ জীবনকে পেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

> "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়" (ইব্রীয় ১২:১৪)।

আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়, আমরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করি বা না করি তবুও আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টার সাথে একটি পুরস্কার এবং অবাধ্যতার সাথে শাস্তির নিবিড় সংযুক্ত রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সকল মানব সন্তান তথা ঈশ্বরের সন্তানদের পরিচালনবিধি তাই প্রেরিতের, যে কিনা ফিলিক্স এবং দ্রুসিল্লাকেও প্রজ্ঞা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, লিখিত পত্র ব্যক্ত করে,

"কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকারকরিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি। ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম হইতে মুক্ত করেন, এবং আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে, শুচি করেন" (তীত ২:১১-১৪)।

অত:পর যে ব্যক্তিটি প্রভু যীশুকে তাঁর নিজের জীবনের প্রভু বলে স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে বাকী জীবনের পথ চলে এবং যীশুর শিক্ষাসমূহ প্রতিফলিত করে তাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাগতিক অভিলাষসমূহ তথা অঈশ্বরীয় বিষয় সমূহ অস্বীকার বা পরিহার করে যীশুর পুনরাগমনের দিন গোনা।

নৈতিক মাপকাঠি - তখন এবং এখন (Moral standards – Then and Now)

ঈশ্বরীয় পথ (ধার্মিকতা) অনুসরন করতে অনমনীয় আত্মসংযমতার (self-control) প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমরা প্রত্যেকেই যেন অনুধাবন করি, "যে মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী অথচ অবোধ, সে নশ্বর পশুদের সদৃশ" (গীত ৪০:২০)। আমরা প্রায়ই শুনি সামাজিক আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে এক শ্রেনীর দ্বারা নিরাপত্তা ভঙ্গ হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতি ও আইন কানুন দ্বারা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। যেমনটি হয়েছিল তখনকার উন্নত ধারার আইন কানুন সমৃদ্ধ, উচ্চ সভ্যরোমান সম্রাজ্যে ফিলিক্স এবং নিরোর মত কুঅভিলাষ সম্পন্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসকবর্গ দ্বারা (ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়), অখ্যাত, কলুষিত হয়েছিল সমাজ ও সামাজিক নৈতিকতা। এতে করে সমাজের নৈতিক মানদণ্ড কুকড়িয়ে পড়ে, কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায় বর্তমান সমাজেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, শহর, গ্রাম, রাস্তাসমূহ প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত হয়, ফলে ভীতি, শংকা বিরাজ করে মানুষের সাধারন জীবন ধারা রুদ্ধ হয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি মানুষের আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রনের মান উন্নয়ন ও ক্রোধসংবরন, তা না হলে পরিস্থিতি দাঁড়াবে এরকম, "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে কোন রাজা ছিল না, যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভালবোধ হইত, সে তাহাই করিত" (বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫) ইস্রায়েল জাতির চরম দুঃসময়ে সে দেশে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল বর্তমান পৃথিবীতেও তার কোন অংশে কম ঘটছে না। এটা খুবই সত্যি যে, যেখানে আইন কানুনের নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি বা মান সংরক্ষিত হয় না সেখানে সুষ্ঠ বিচার নিস্পত্তি হয় না, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রের বচন অলংঘনীয়

"ব্যবস্থা ত ক্রোধ সাধন করে; কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই" (রোমীয় ৪:১৫)

পৃথিবীর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার জীবন ধারন ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট জীবনের তোয়াক্কা না করার ফলে জলপ্লাবনের পূর্বে পৃথিবীতে যে অনাচার বিদ্যমান ছিল, বর্তমানে সচরাচর সেই অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হয়, "আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব" (১ম করিন্থীয় ১৫:৩২, মথি ২৪:৩৮ ও লূক ১৭:২৭পদ)।

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা পরিস্কার ভাবে শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন দুষ্টদের ভাগ্যে রয়েছে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা

> "কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে" (রোমীয় ১:১৮)।

অতএব যাইহোক, আমাদের নির্দিষ্ট আলোচনায় আমরা লক্ষ্য রাখবো যারা আমরা নির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য মনোনীত হয়েছি এবং ভবিষ্যতের রাজা, বিচারাসনে উপবিষ্ট যীশু খ্রীষ্ট।

'কল্য আমরা মরিব' ('Tomorrow we die')

কারোর কাছে জবাবদিহিতা বা দায়ী না হবার মনোভাব আমাদের জীবনধারন পদ্ধতিকে ভিন্ন খাতে মোড় নিতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে প্রেরিত পৌলের বক্তব্য যদিও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে তবুও তাঁর উক্তিটি বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

> "...তবে তাহাতে আমার কি ফল দর্শে? *মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়,* তবে "আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব" (১ম করিন্থীয় ১৫:৩২)

যাদের উদ্দেশ্যে পৌলের এই উক্তি তারা মনে করে, তাদের জীবন কালে মৃতদের কবর থেকে উত্থিত হওয়া উচিৎ এবং তারা সচক্ষে তার প্রমান পেতে চায়। কিন্তু পুনরুত্থিত হয়ে নূতন জীবন লাভ হচ্ছে ঈশ্বরীয় পুরষ্কার, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাদের এ জীবনে তাঁর আদেশ, ইচ্ছা মান্য করে তাঁর পথে চলে একমাত্র তারাই পুন:জীবন পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের জানা উচিৎ মৃত্যুর পর কিধরনের প্রত্যাশা রয়েছে আমাদের জন্য। ঈশ্বরীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ রাজা শলোমন তাঁর উপদেশক পুস্তকে মানুষের ক্রিয়া কর্মকে আলোকপাত করে তার সর্বশেষ পরিনতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন,

> "সকলের প্রতি নির্বিশেষে সকলই ঘটে; ধার্মিক কি দুষ্ট, এবং ভাল ও শুচি কি অশুচি এবং যজ্ঞকারী কি অযজ্ঞকারী, সকলের প্রতি একরূপ ঘটনা হয়; ভাল যেমন, পাপীও তেমনি, এবং শপথকারী যেমন, শপথে ভয়কারীও তেমনি" (উপদেশক ৯:২পদ)।

মৃতদের অবস্থা তিনি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন,

"কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে" (উপদেশক ৯:৫পদ)।

এই পদটি দুটিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, প্রথমত: দিন বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তিদেরও মানুষ ভুলে যেতে থাকে, এমনকি তাদের পরম বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদেরও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় মৃতরা, অপরদিকে মৃতদেরও জ্ঞানবুদ্ধি, স্মৃতি সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। ব্যাপারটি অনেকটা পকেট ক্যালকুলেটারের মত যতক্ষন পাওয়ার (Power) বা চার্জ থাকে ততক্ষন সেটির মেমোরী কাজ করে। মানুষের ভাগ্যের পরিনতি যে এরকম হবে সে বিষয়ে আদমের অবাধ্যাচারনের পর পরই ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন,

"তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৯)।

অমরতা প্রাপ্তির আকাঙ্খা (Desire for Immortality)

এটা সত্যিই মজার ব্যাপার যে, ধ্রুব সত্য বিষয়টি আমরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই অস্বীকার করি, মনেকরি মৃত্যুটা বুঝি সত্য নয়। কেউই আমরা মেনে নিতে চাইনা যে আমরা হচ্ছি ক্ষনস্থায়ী জীব, আমাদের অস্তিত্ব প্রজাপতির মতই অল্প কিছুদিনের জন্য। শতাব্দীর ইতিহাসে একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তারপরও আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিলাষ আমাদেরকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও উন্নতি পাবার লক্ষ্যে টানতে থাকে। প্রতিটি মানুষেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা অমর হয়ে থাকবে, কিছু না কিছু আমরা পেছনে রেখে যেতে চাই। পিতা মাতা চায় তাদের সন্তানেরা যেন তাদের প্রতিচ্ছবি হয়ে গড়ে ওঠে, কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতারা সন্তানদের তাদের নিজেদের মত করে গড়ে তুলতে গিয়ে সন্তানদের জীবনটাই নষ্ট করে ফেলে। এই ধরনের মানসিকতা সম্ভবত পুরুষ ও নারী উভয়েরই ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন একটি বদ্ধমূল ইচ্ছা বা বিশ্বাসের কারণে এই মনোভাবের বহি: প্রকাশকে বলা যেতে পারে যে, মানুষ মনে করে তার জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ যেটার কোন দিনই লোপ বা মৃত্যু হবেনা।

এসম্পর্কিত মিথ্যাচারনটি সর্বপ্রথম এদোন উদ্যানে হবা ও পরবর্তীতে আদমের মানসিকতায় স্থানারিত হয়ে তারা পরীক্ষিত হয়েছিল, "কোন ক্রমে মরিবে না" (আদিপুস্তক ৩:৪পদ)। এই মহা অসত্যটি প্রতিটি মানুষের মনে উঁকি দেয় বা গাঁথা আছে, ঠিক যেমন উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে ডুবে যাবার সময় মানুষ বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টায় যে কোন ভাসমান বস্তু কাছে পেয়ে আঁকরিয়ে ধরে ভয়ঙ্কর তরঙ্গের দোলে হাবুডুবু খেয়েও যতক্ষন পারে বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই উদাহরনটি কোন কোন সময় বাস্তবে ঘটে থাকলেও বাঁচার প্রয়াস সব সময় সত্যি হয় না, তাই আমাদের লক্ষ্য যেন হয় অনন্তকালীন জীবিত থাকার প্রয়াসে রত থাকা,

"আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে, তাহা প্রাণের নোঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দৃঢ়" (ইব্রীয় ৬:১৯)।

ইয়োবের বিশ্বাস (The Faith of Job)

বিষয়টি অতি চমকপ্রদ যে কোন বিশ্বাসীর জীবনের এক চরম সময় কালের শিক্ষা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার পরবর্তী জেনারেশনের শিক্ষা গ্রহণ করতে। ধার্মিক ব্যক্তি 'ইয়োব' যখন তাঁর বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে একটার পর একটা যাতনা ভোগের শিকার হতে লাগলো তখন সে চিৎকার করে ক্রন্দন করে উঠলো,

> "আহা, আমার কথা সকল যদি লিখিত হয়। সেই সকল যদি পুস্তকে বিরচিত হয়, যদি লৌহ-লেখনী ও সীসা দ্বারা পাষাণে তক্ষিত হইয়া অনন্ত কাল থাকে" (ইয়োব ১৯:২৩-২৪)।

ইয়োবের মত ঈশ্বরভক্ত লোক যখন ক্রন্দনরত অবস্থায় এ সকল উক্তি করেছে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষনীয়। সব সহায় সম্পত্তি, পরিবার পরিজন হারিয়ে শোকাহত অবস্থায় যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে (সারাদেহে স্ফোটক) জীবন্ত মৃত অবস্থায় ছিল। জীবনে বেঁচে থাকার নিষ্ফল আশা নিয়ে মৃত্যুকে কামনা করে তার প্রতিটি দিন শুরু হতো, ঐরকম স্বচ্ছ মানসিকতার কারণ হচ্ছে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা যেটা তাঁর পরবর্তী জেনারেশনকে উৎসাহমূলক শিক্ষা দেয়,

> "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব। আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব, আমারই চক্ষু দেখিবে, অন্যে নয়। বক্ষমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে" (ইয়োব ১৯:২৫-২৭পদ)।

ইয়োবের এই উক্তি শুধুমাত্র রোগেশোকে যন্ত্রনা কাতর ধার্মিক ব্যক্তির নিষ্ফল উক্তি নয়, স্বয়ং ঈশ্বরও ইয়োবের প্রতি যত্নবান ছিলেন, যিনি ইয়োবের বন্ধুর কাছে তাঁর বক্তব্য দেন পরবর্তীতে,

> "কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ কথা বল নাই" (ইয়োব ৪২:৭) ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইয়োব ঈশ্বর সম্পর্কে যে সকল সঠিক, সত্য উক্তি করেছিলেন সেই পুরাকালে, বর্তমানেও আমাদের জন্য তা প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়। ইয়োব বলেছিলেন, ঈশ্বরের জীবন্ত ক্ষমতাই পারে যে কোন নারী পুরুষকে পাপমুক্তি করতে, সেই মুক্তি বা উদ্ধারের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে প্রত্যাশা যা ইয়োব প্রকাশ করেছেন যে, বিচারের দিনে তিনি স্বচক্ষে ঈশ্বরকে দেখবেন, স্বকর্ণে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁকে দেয় রায় শুনবেন। তথাপি ইয়োব শলোমনের বর্ণনাকৃত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, তিনি জানতেন তাঁর স্ফোটকে পূর্ণ দেহটি ধূলিতে পচন ধরবে, পরবর্তীতে মিশে যাবে, তারপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তিনি বর্ণনা করেছেন, ঐ একই দেহ জীবিত হয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াবে।

যিশাইয়ের ভাষ্য/ব্যাখ্যা (Isaiah's Commentary)

পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র যদি ইয়োব-ই ঈশ্বর সম্পর্কিত উপরোক্ত ব্যাখ্যার দাবীদার হয় তাহলে বর্তমানে আমরা অনেকেই চাইবো ঐ সকল সত্যকে কিছুটা কাট ছাঁট করতে। না, শুধু ইয়োব-ই একা নন। যিশাইয় ভাববাদী তাঁর গ্রন্থে একই রকম বক্তব্য করেছেন যেগুলি উপদেশক এবং ইয়োবের উক্তিতে দেখা যায়। মৃত্যু অবস্থা সম্পর্কে প্রথম যে ব্যাখ্যা যিশাইয় দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে ২৬:১৩-১৪ পদে,

> "হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি ব্যতীত অন্য প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল; কিন্তু কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের কীর্তন করিব। মৃতেরা আর জীবিত হইবে না, প্রেতগণ আর উঠিবে না; এই জন্য তুমি প্রতিফল দিয়া উহাদিগকে সংহার করিয়াছ, উহাদের নাম পর্যন্ত লুপ্ত করিয়াছ"।

কোন কোন মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বার বার একই ধরনের শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে, শব্দগুলি যেমন, 'মৃত' এবং 'পচনশীল' তাহারা আর 'জীবিত' হইবে না বা উঠিবে না, শলোমনের ভাষায় তাদের স্মৃতি লুপ্ত হইবে, এই সকল প্রত্যাশাহীন মৃতদের বৈপরীত আরাক দল মৃত যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের অবস্থার বর্ণনায় যিশাইয় বলেছেন,

> "তোমার মৃতেরা জীবিত হইবে, আমার শবসমূহ উঠিবে; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও, আনন্দ গান কর; কেননা তোমার শিশির দীপ্তির শিশির তুল্য, এবং ভূমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে" (যিশাইয় ২৬:১৯পদ)।

এক্ষনে পর্যালোচনা করা যেতে পারে উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনায় যদিও সকল দুষ্ট/ধার্মিক মৃতদের অবস্থা একই রকম হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ অবচেতন, অসার, ঈশ্বর ভক্তরা ভূমিতে শায়িত হলেও ভবিষ্যৎ উত্থিত হবার প্রত্যাশা তাদের আছে।

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বানী (Daniel's Prophecy)

দানিয়েল ভাববাদীর বর্ণনা দ্বারা আরও স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যায় দ্বিতীয় দল (উপরোক্ত বর্ণনায়) সম্পর্কে, যদিও ঈশ্বর ভক্ত বা বিশ্বাসীরা উত্থিত হবে তবুও কার ভাগ্যে কি ঘটবে তারা তা জানবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তা ঘটে।

> "আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে *অনেকে* জাগরিত হইবে– কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে" (দানিয়েল ১২:২)।

এ পর্যন্ত শাস্ত্রের যত গুলি পদ আমরা আলোচনা করেছি তাতে এ বিষয় সম্পর্কিত পবিত্র শাস্ত্রের বচন একই রকম পৃথিবীর ধূলিকনাই আদমের শেষ পরিনতি নির্ধারিত হয়েছে সেই এদোন উদ্যান থেকে,

সেই সাথে হবা এবং তাদের বংশধরদের ভাগ্যে। পরিষ্কার ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিচার হবে যারা অনন্তজীবন পাবে তাদের সাথে আর যারা অনন্তকালীন মৃত্যুর অধিকারী হবে তাদের।

মৃত্যুর ঘুমন্ত অবস্থা (The Sleep of Death)

এই সম্পর্কিত পবিত্র শাস্ত্রের অন্যান্য উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা দেয় যেটা দানিয়েলের ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ মিল আছে যে "মৃতরা তাদের ঘুমন্ত বা নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগ্রত হবে"। একদা যীশু যখন যিহুদী অধ্যক্ষের মৃত কন্যাকে দেখার জন্য অধ্যক্ষের বাড়ীতে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন লোকেরা কোলাহল করছে কিন্তু যীশু বললেন, "কন্যাটি ত মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে। " (মথি ৯:২৪), কারণ তারা বিশ্বাস করেনি। সেই জনবল কি পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সচেতন ছিল। যীশু, মৃতকে ঘুমিয়ে আছে এবং পরবর্তীতে কন্যাটিকে উঠানোর মধ্যে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তাদের কি তা বোধগম্য হয়েছিল। ঠিক এই ভাবেই ঈশ্বর যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে সেই ভাবীকালে ঘুম থেকে জাগাবেন, ধার্মিকগন তাদের পুরষ্কারের জন্য ঈশ্বরের এই ডাকের অপেক্ষায় পৃথিবীর ধূলিতে শায়িত থাকবে। যতদিন না সেই মধুর ডাক তারা শুনতে পাবে।

দানিয়েলের বক্তব্য যীশু খ্রীষ্টের আরেকটি বক্তব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

> "কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন। আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র। ইহাতে আশ্চর্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে" (যোহন ৫:২৬-২৯ পদ)।

'পুনরুত্থান' বিষয়ক আলোচনাটি কোন সাধারন বিষয় নয়। মৃত্যুর পর মনুষ্যের ভাগ্যের পরিনতি কি হবে সে সম্পর্কে ব্যাপক দ্বন্ধ, বিভিন্ন মতামত বিরাজমান। কেউ কেউ মনে করে মৃত্যু এই পৃথিবীর সুখ, শান্তি ভোগ বিলাস ছিনিয়ে নেয় আবার কেউ কেউ ঠিক এর বিপরীত ধারনা পোষন করে। আবার অনেকে ভাবে মৃত্যু নামক অবশ্যাম্ভাবিক ঘটনাটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে কি ধরনের তৃপ্তি দিতে পারে, সেটা কি শুধুমাত্র অনন্তকালীন যন্ত্রনাপ্রাপ্তির ভয়, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, অস্বচ্ছ ধোঁয়া। তবে সেটা যাইহোক এ ধারণা প্রকাশ করে মৃত্যুকে তথাকথিত 'আত্মা' এই মরনশীল দেহ থেকে মুক্তি পায়, তার শেষ পরিনতি যাই হোক না কেন, আমাদের দেহের সেই বিশেষ অংশটিও অমরতা প্রাপ্তির অংশীদার।

পৌরানিক কাহিনী এবং বাইবেলের সত্য (Human Myths and Bible Truth):

পবিত্র বাইবেলের তথ্যাদি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষন করে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি তথাকথিত পৌরানিক অতিকথার সুদৃঢ় কোন ভিত্তি নেই, কাহিনীগুলি অলীক, অস্পষ্ট। অপরদিকে বাইবেলে বর্ণিত

মানবজাতির পৃথিবীতে আগমন ও প্রত্যাবর্তন স্বয়ং তার সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অত:পর তাদের মুক্তিসাধনের ব্যবস্থা ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর করে রেখেছেন। এ বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখিত ধাপগুলি হচ্ছে:

- মানুষ জন্মগতভাবে মরনশীল, সেই আদম থেকে মানুষ তার সকল পূর্বসূরীর মাধ্যমে মরনশীল প্রাণী হিসেবে পরিচিত।

- মানুষ পাপী, প্রতিটি মানুষই প্রলোভিত হয়, একমাত্র 'যীশু খ্রীষ্ট' পরীক্ষিত হয়েও ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করেননি, আদেশ মান্য করেছেন, ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন।

- প্রতিটি মানুষেরই মৃত্যু হয়, বৃদ্ধতায়, অসুস্থ অবস্থায়, দুর্ঘটনায়, অন্যের আক্রোশে সহিংসতায়।

- মৃত্যু হচ্ছে মানুষের সম্পূর্ণ অবচেতন অবস্থা, মৃত্যুতে সচলতা স্তব্ধ হয়, অসার দেহের পচন শুরু হয় অত:পর পৃথিবীর ধূলিতে মিশে যায়, যা দিয়ে সে সৃষ্টি।

- ঈশ্বর প্রত্যেক কবর প্রাপ্ত ব্যক্তিকে উঠাবেন, অবশ্য যারা জীবিত অবস্থায় তাঁতে বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ মেনে চলেছেন।

- যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে বিচার কার্য শুরু (যারা উত্থিত হয়েছে) করবেন, কেউ কেউ পুরষ্কৃত হয়ে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হবে আবার কেউ কেউ অনন্তকালীনের জন্য পুনরায় কবরে শায়িত হবে।

- অনন্ত জীবনের অধিকারী বিশ্বাসীরা, সাধু অথবা যারা বিচারদ্বারা পরিশোধিত হয়েছেন তারা সকলেই যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্তকালীন যাবত রাজত্ব করবেন।

প্রভুর আগমনে জীবিত হওয়া (Alive at the coming of the Lord)

যখন খ্রীষ্ট পুনরায় আসবেন তখন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ অনেকে পুন:জীবিত হবেন, এই বিষয়টি যথেষ্ট মূল্য সহকারে বিবেচিত হয় সেই সকল বিশ্বাসীদের কাছে যারা প্রকৃত অর্থে পুনরুত্থান ও বিচার সম্পর্কিত বাইবেলীয় ব্যাখ্যা অনুধাবন করে, হয়তো অনেকেরই ধারণা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গেই বিষয়টি জড়িত। এ সম্পর্কে নূতন নিয়মের লেখকগন বিভিন্ন ব্যাখ্যা সহকারে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। সত্যি তাঁরা ধন্যবাদ পাবার যোগ্যতা রাখে কারণ আমাদের মতই মানুষ তাঁরা কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, অবিচল বিশ্বাস ও নির্ভরতার কারনে ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন্ত বাক্য আমাদের শিক্ষার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। প্রেরিত **১৭:৩১** পদ সেই সত্য বলে,

"কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন; এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাস যোগ্যপ্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন"।

আমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়নি অথচ সেই স্বর্গীয় রাজ্যে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করবার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি তাঁরা খ্রীষ্টের অমরতার শক্তি দ্বারা পরিবর্তিত অমররূপ ধারন করবো।

খ্রীষ্টের আগমন কালে যে সকল নারী পুরুষ তথা বালক বালিকা যারা তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি যে তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারে সাড়া দেবে কি দেবে না তারা সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না "সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যেরুশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত না হয়", অর্থাৎ শাস্ত্রের এই বচন (মীখা ৪:২পদ) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কারণ খ্রীষ্টের রাজ্যে ধার্মিকতায় পরিচালনার দরুন জনগনের আশা প্রত্যাশার বৃদ্ধি পাবে, জীবনের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। সম্ভবত: নোহের জলপ্লাবনের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা পরিবেশ যদ্রুপ ছিল সেইরূপই হবে। এ সম্পর্কিত ভাববাদী যিশাইয়ের ভবিষ্যতবানী যিশাইয় ৬৫:২০ পদ,

"সেই স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [যাইবে] না; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে"।

কিন্তু প্রত্যেকেই, শিশু, যুবা কিংবা বৃদ্ধ তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরন করবে। খ্রীষ্টের রাজত্বের শেষে এই সকল মৃতদের জন্য দ্বিতীয় পুনরুত্থান ও দ্বিতীয়বার বিচারকার্য সম্পন্ন হবে, যারা অনন্তজীবন প্রাপ্তির যোগ্য হবে না অর্থাৎ যাদের নাম 'জীবন পুস্তকে' লিখিত হবে না তাদের জন্য দ্বিতীয়বার ও সর্বশেষ মৃত্যু নির্ধারিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৫)।

পবিত্র শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী পুনরুত্থান হবে দেহগত ভাবে, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের পর ধার্মিকতা ও শান্তিতে বসবাস করার জন্য সেখানে কোন পরমাত্মা বা অস্বচ্ছ বস্তুর স্থান হবে না, উদাহরন স্বরূপ যীশু খ্রীষ্টের দেহগত পুনরুত্থানকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম দর্শক যীশুকে চিনতে না পেরে মেরী মগ্দলীনি তাঁকে বাগানের মালী বলে ভুল করেছিলো, চিনতে পেরে যখন সে যীশুকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন যীশু তাকে অনুযোগ করে স্পর্শ করতে বারন করে বললেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; (যোহন ২০:১৫,১৭)। অত:পর যীশুর শিষ্যরা ভীত সন্তস্ত্রভাবে উপরের কামরায় মিলিত হয়ে যীশুর ক্রুশবিদ্ধের করুন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন যীশু আকস্মিক ভাবে তাদের মাঝে উপস্থিত হলেন, তারা মনে করেছিল কোন ভূতপ্রেত বুঝি! কিন্তু যীশুর কথোপকথন ও শিষ্যদেরকে শান্তির শুভেচ্ছা প্রদানে তাদের মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়েছিল।

"কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই" (লূক ২৪:৩৮-৩৯)।

শিষ্যদের সাক্ষাতে যীশুর এই দৈহিক উপস্থিতি এবং তাঁর উক্তিই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের শিক্ষা দেয় যে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান হবে দৈহিক যার অস্তিত্ব বিদ্যমান কোন প্রকার অস্তিত্ব বিহীন আত্মা নামক বস্তুর নয়।

দৈহিক পুনরুত্থান (Bodily Resurrection)

উপরোক্ত ঘটনা সাক্ষী যীশুর আগমনে আমাদেরও ঠিক একইভাবে দেহগত পুনরুত্থান সাধিত হবে,

> "এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে" (যোহন ৫:২৮-২৯পদ)।

এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি কবরস্থ গলিত, পচনশীল দেহ যা কিনা ধূলিতে মিশে গিয়েছে সে কিভাবেই বা যীশুর রব শুনবে অথবা কিভাবে বা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে, তাহলে সেই প্রশ্ন বা চিন্তাধারা হবে সম্পূর্ণ অবান্তর, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব, যিনি কিনা মৃত্তিকার ধূলি দিয়ে সর্বপ্রথম একজন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত মানুষ পুনরুত্থানের বিশ্বাস নিয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের সীমাহীন ক্ষমতায় বিশ্বাস করে সকলেই ধূলিতে মিশে গেছে। এই একই ঘটনায় আদমের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হয়েছিল সেটাই প্রকাশ করে কারণ ঈশ্বর তাকে অমরত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেননি, আদমের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ মান্য করবে নাকি তার ইচ্ছা বা অভিলাষ মত চলবে, দূর্ভাগ্যবশত: আদম তার নিজস্ব ইচ্ছা বা স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল, সেই হতে আজ পর্যন্ত মানবজাতি একই প্যার্টানে তাদের জীবন পরিচালনা করে থাকে। আদমকে তার অভিলাষ পূরনের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হতে হয়েছিল।

> "আর তিনি (ঈশ্বর) আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়াতাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯)।

'পুনরুত্থান' বিষয়টি কি রকম হবে সেটা এর নামের (শব্দটির) অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, প্রথমত: উত্থিত বা ওঠা বা দাঁড়ানো, তাৎক্ষনিক ভাবে শুধু যে প্রকৃতিগত ভাবে বদলাবে তা নয় কিন্তু মরনশীল দেহটি পুন:নির্মিত হবে বিচারাসানের সম্মুখে দাঁড়াবার জন্যে।

কারা উত্থিত হবে? (Who will be raised?)

এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষের বসবাস ছিল বা এখনও আছে যারা ঈশ্বরের আশ্চর্য্যময় ক্ষমতাপূর্ণ প্রতিজ্ঞাসমূহ যা প্রভু যীশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা অসচেতন, আমাদের অবশ্যই আশা করা উচিৎ নয় যে, সে সকল ব্যক্তিগন উত্থিত হবে, যারা প্রকৃত জীবন সম্পর্কে এতই অসচেতন, জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্ত থেকেছে, অনৈতিকতায় জীবন যাপন করেছে কিভাবে তারা সমগ্র জগতের আদর্শ নীতিবান বিচারকের সামনে দাঁড়াবে? যদিও তারা আমাদের মতই, করুনাময় মহান ঈশ্বরের বর্ষিত সকল সুযোগ সুবিধায় ভোগ করেছে এবং এখনও করছে তবুও তাদের জীবনের নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই। যাই হোক, আমরা যারা ঈশ্বরের সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের ভার বা দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিতে হবে। রোমীয় ১৪:১২ পদ বলে "সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে"।

এই বিষয়টিই পৌল তৎকালীন শাসক ফিলীক্সের কাছে প্রকাশ করে বলেছিলেন, যে যীশুকে তোমরা আজ অপমানিত করছো, সেই দিন তিনিই হবে তোমাদের বিচারক।

ন্যায় বিচারক (The Just Judge)

ঈশ্বর বিচারের কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্বে সমাধার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। বিষয়টিতে এক আর্শ্চয্য রকমের দূরদর্শিতা ও স্বর্গীয় পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়- যেমন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহান পরিকল্পনা সাধিত হবে তাঁরই ক্ষমতা দ্বারা জন্ম প্রাপ্ত এক নীতিবান ব্যক্তি দ্বারা, যিনি জাগতিক মাতার ভ্রুনে বেড়ে ওঠার কারনে মানুষের মত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী। তিনি জানেন বিভিন্ন পরীক্ষায় পরিক্ষীত হওয়ার কারনে আমাদের ধর্মীয় জীবন পথে হোঁচট খেয়ে চলার গতি কিছুটা মন্থর হয় কারণ তিনিও পরিক্ষীত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর চলার গতি মন্থর হয়নি কারন তাঁর হৃদয়ে তাঁর পিতার কর্মকান্ডকে প্রাধান্য দেবার বিষয়টি গাঁথা ছিল। তাই প্রভু যীশু জীবনের সকল পরীক্ষাতে বিজয়ী হয়েছিলেন। আদমের বংশের ধারা বাহক সকল মনুষ্যের জীবনের যে পরিনতি তাঁরও সেই পরিনতি হয়েছিল, ফলে পিতার ইচ্ছাসাধনে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, যারা তাঁর উত্তমতা, সততাকে মূল্য দিতে অক্ষম সেই সকল যান্ত্রিক, জাগতিক সত্ত্বার মনুষ্যদের দ্বারা। কিন্তু তাঁর জীবনের বাধ্যগত গুনাবলী ও পবিত্রতার কারনে কবর তাঁকে বেশী দিন ধারন করতে সক্ষম হয়নি, যেই মহাশক্তির বলে যীশুর আর্শ্চয্যজনক জন্ম হয়েছে। সেই মহা অলৌকিক শক্তিই যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনঃজীবন দিয়ে অনন্ত জীবনের অধিকারী করেছে, তাঁর ধার্মিকতা গুনাবলীর কারনে সম্ভব হয়েছে 'পাপ' নামক মানবীয় স্বভাবকে পরাজিত করে বিজয় মুকুট লাভ করা। এই সত্যটি অবশ্য বহু পূর্বে ইয়োব, 'দানিয়েল', যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা স্বীকৃত ও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে।

মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করার কারনে তাঁর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে তূরী ধ্বনিতে অংশীদার হয়েছিল। ঈশ্বর জানেন যে মানুষ কখনও খ্রীষ্টের মত বাধ্যগত জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে না, তাই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা

করেছেন যে, বিশ্বাসীগন যদি সেই সমৃদ্ধময় জীবনের প্রত্যাশায় 'এ' জীবন যাপন করে তবে তিনি তাদের পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাই বিশ্বাসী হতে গেলে আমাদের জন্য যা করনীয় সেটা হচ্ছে সত্য সুসমাচারকে স্বীকার করে পাপময় জীবনের জন্য অনুশোচনা পূর্বক বাপ্তিস্মের মধ্যে দিয়ে প্রভুর সাথে সর্ম্পক স্থাপন করা। বিশ্বাসীদের জন্য প্রেরিত পৌল যে আশ্বাসবানী দিয়েছেন, রোমীয় ৬:৩-৫ পদে,

> "অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনত্বে চলি। কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব"।

বিশ্বস্ততায় অনুসরন কল্পে মধুর পুরস্কার
(Sweet reward of faithful following)

যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার অবগত হয়ে বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে অজ্ঞ থাকাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রতিটি সুসমাচার লেখকগন তাঁদের লিখিত সুসমাচারে পরিষ্কার ভাবে যীশুর বিভিন্ন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের জন্য হিসাব নিকাশ প্রদানের একটি নির্দিষ্ট দিন স্থির করে রেখেছেন, এই শিক্ষা যীশু তাঁর শিষ্যদের, বিভিন্ন জনসভায়, বিভিন্ন লোকদেরকে দিয়েছেন। যীশু নির্দিষ্ট ভাবে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেনীর যিহুদীদের, তাঁর শিষ্যদের নিকটে বলেছিলেন, একজন ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি দূর দেশে গেলেন এই ইচ্ছা নিয়ে, যে আপনার জন্য রাজপদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। যাবার সময় তার দাসদেরকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়ে গেলেন (এই দৃষ্টান্তটি যীশুর নিজের স্বর্গারোহন এবং প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যাবর্তন সর্ম্পকীয়)। দূরদেশ থেকে ফিরে এসে দাসদেরকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে জবাব দিহিতা নিলেন, যারা বিশ্বস্ত ভাবে তাদের প্রভুর দায়িত্ব পালন করেছিল তাদেরকে তাদের ভদ্রবংশীয় কর্তা পুরস্কৃত করলেন, অপরদিকে যারা অবিশ্বস্ত হয়ে তাদের উপর বর্তিত দায়িত্বে অবহেলা করেছিল তাদেরকে শাস্তি দিলেন। এই দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনীতে 'বিশ্বস্ততা' শব্দটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বিশ্বাসীদের 'বিশ্বাস' যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর হবেন বিচারক। যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান কালে বলেছিলেন,

> "সেই প্রকারে সমস্ত আজ্ঞাসকল পালন করিলে পর তোমরাও বলিও আমরা অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম তাহাই করিলাম" (লূক ১৭:১০)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিজ্ঞাত অনন্ত জীবন প্রাপ্তি উপার্জন করা যায় না, এটা হচ্ছে বিনা মূল্যের 'অনুগ্রহ দান', প্রভু যীশুর উদ্ধার করন কার্যক্রমের দ্বারাই গ্রহণকারীদের পক্ষে এই দান প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। পৌল রোমীয়দের কাছে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)।

বিচারের ভিত্তি (The Basis of Judgement)

অব্রাহাম, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত একজন উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরভক্ত, যিনি ছিলেন নীতিবান এবং প্রকৃত বিশ্বাসী হিসেবে শ্রেষ্ঠ উদাহরন। তাঁর প্রতি ঈশ্বর কর্তৃক আদেশ বর্তেছিল কঠিন দায়িত্ব পালনে। যেটা আমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারি না। তাঁর জীবনের প্রকৃত উদাহরন হচ্ছে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছিলেন পুনরুত্থানে নূতন জীবন প্রাপ্তির অবিচল বিশ্বাস নিয়ে (আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়) অব্রাহাম তাঁর প্রিয় পুত্র ইস্হাককে উৎসর্গীকরনে দৃঢ়তা দেখাবার কারনে ইব্রীয় পুস্তক বর্ণনা করে (ইব্রীয় ১১:১৭-১৯) "বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হইয়া ইস্হাককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার সেই একজাত পুত্রকে উৎসর্গ করিতেছিলেন, যাঁহার বিষয়ে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, ''ইস্হাকে তোমার বংশ আখ্যাত হইবে"; তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন, ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ; আবার তিনি তথা হইতে দৃষ্টান্তরূপে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলেন"। অব্রাহামের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারনে ঈশ্বর তাঁকে ধার্মিক হিসেবে গন্য করেছেন, রোমীয় পুস্তক বর্ণনা করে ৪:৩ পদে,

"কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নাই; কেননা শাস্ত্রে কি বলে? ''অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল"।

এই আলোচনায় এটাই সংক্ষিপ্ত সার হতে পারে যে, বিশ্বাস শুধু নয় যাকে বলা হয় 'অন্ধ বিশ্বাস' - ঈশ্বর এবং প্রতিজ্ঞা সমূহে, অত:পর সেই বিশ্বাসে তাঁর আজ্ঞাসকল মেনে চলা।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, জীবনে চলার পথে আমরা অনেকেই আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখবর্তী হয়ে ঝিমিয়ে পড়ি অথবা ঈশ্বরের আজ্ঞা সমূহ উপেক্ষা করে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত না করে আমরা আমাদের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্যে কিছু কিছু কাজ করে আত্ম গৌরবান্বিত হতে চায়, অপরদিকে ক্ষনে ক্ষনে এটাও ভূলে যায়, ঈশ্বর যাঁকে সকল কতৃত্ব দিয়ে প্রত্যেককে এক মানে বিচার করার কর্তা বানিয়েছেন, আমাদের কি সাধ্য? কোন কিছু নির্ণয় করতে? মথি ৭:২২-২৩ পদে শিক্ষা দেয় এই বলে,

"সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও"।

যিশাইয় ভাববাদী বহু পূর্বে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বর চান তাঁর ভক্তরা যেন নত, নম্র চিত্তের ও সংবেদনশীল স্বভাবের হয়। যিশাইয় ৬৬:২ পদ বলে,

> "এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব"।

মহান ঈশ্বরের অপার করুনায় আমরা আমাদের দিনাতিপাত করলেও তাঁর বাক্যের প্রতি আজ্ঞাবহতাই নির্ণয় করবে ভবিষ্যতে আমাদের পুন:উত্থিত হওয়া এবং তাঁর রাজ্যে স্থান পাওয়া।

মৃত্যু হইতে জীবন (From Death to Life)

যাহোক, শাস্ত্রমতে বিচারকার্য হচ্ছে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি পদ্ধতি মাত্র। সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বরের মনোবাসনা হচ্ছে, মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধারন করবে। তাঁর পুত্র সক্ষম হয়েছিলেন তাই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলতে পেরেছিলেন,

> "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে" (যোহন ১৪:৯পদ)।

যীশু খ্রীষ্টের বৈশিষ্ট্যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিলেন। যোহন ১:১৪ পদ বলে,

> "আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ"।

যীশু তাঁর জীবন কালে ঈশ্বরের আশ্চর্যময় চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন,

> "তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও তাঁহার মুখনির্গত মধুর বাক্যে আশ্চর্য বোধ করিল; আর কহিল, এ কি যোষেফের পুত্র নহে" (লূক ৪:২২)।

আরও চমৎকার বিষয় হচ্ছে যীশু নিজে মুখে স্বীকার করেছেন,

> "যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)।

আমরা নিজেরা যখন আমাদের স্বভাব চরিত্রের উত্তমতা বা খাঁটিত্ব যাহির করতে চাই তখন সেটা হয় বাতুলতা, কারণ আমাদের মাংসিক ইচ্ছার কাছে আমাদের উত্তম হবার প্রয়াস দূর্বল। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন চারিত্রিক দূর্বলতা অতি সহজেই প্রকাশ পায়, যেটা নিয়ন্ত্রনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রিত থাকে না, উদাহরন স্বরূপ কারোর হয়তো বাচাল স্বভাব, যাকে যা ইচ্ছা অনর্থকই তা বলে ফেলে, কেউ হয়তো লোভী, যে কোন জিনিসের প্রতিই তার লোলুপতা প্রকাশ পায়, আবার কেউ

হয়তো প্রবল আত্ম অহংকারী। আমরা যদি আমাদের আত্মসমালোচনা করে নিজেদের স্বচ্ছ মনে নিজ নিজ আয়নায় দেখে তালিকা করতে চাই, প্রত্যেকের তালিকায় নিঃসন্দেহে একটি বড় আকারের হবে, এরপরও আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রেমময় ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন। যদি আমরা তাঁর বিশ্বস্ত দাস হই তবে তিনি আমাদেরকে তাঁর মত স্বর্গীয় চরিত্রের অংশীদার করবেন। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ভাষ্যের পরিপূর্ণতা পাবে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান ও বিচার কার্যের সমাপ্তির পর, যে সম্পর্কে দানিয়েল তাঁর পুস্তকে বর্ণনা করেছেন,

> "আর যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা বিতানের দীপ্তির ন্যায়, এবং যাহারা অনেককে ধার্মিকতার প্রতি ফিরায়, তাহারা তারকাগণের ন্যায় অনন্তকাল দেদীপ্যমান হইবে" (দানিয়েল ১২:৩)।

এ পদে লক্ষ্য করা যেতে পারে, "তারকাগনের ন্যায়" এবং "দেদীপ্যমান হইবে" শব্দ দুটিতে, যেটা কাব্যিক ভাষ্যে মরনশীলতা হইতে অমরনশীলতা পর্যায়কে ব্যক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ এই মরনশীল দেহের মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থিত দেহে অনন্ত জীবন প্রাপ্তির অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। "ঈশ্বর হচ্ছেন আলো", প্রেরিত যোহন এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ১ম যোহন ১:৫ পদ "ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই"। দানিয়েল উপরোক্ত ভবিষ্যৎবানী প্রকাশ করে যে, যারা কবর থেকে উত্থিত হয়ে বিচারের পর মেষের স্থান অলঙ্কিত করেছেন অর্থাৎ অন্তত জীবনে প্রবেশ করে খ্রীষ্টের পাশে স্থান পেয়েছে তাঁরাও তখন খ্রীষ্টের মত তাঁদের স্বর্গীয় পিতার বৈশিষ্ট্য ধারন করবে।

এটাই হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্রের সুসমাচার গুলিতে উল্লেখিত 'প্রত্যাশা'র ব্যাখ্যা। পুনরুত্থানে-বিচারের পরই ধার্মিকগনের প্রকাশ হবে - (আর এ বিষয়টিই মহামান্য, জ্ঞানী ফিলীক্সকে ভাবিত করেছিল যখন তিনি পৌলের কাছ থেকে বিষয়টি শুনেছিলেন) আর একমাত্র পুনরুত্থান দ্বারাই খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের তাঁর কাছে জড় করবেন কারণ তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। ১ম করিন্থীয় ১৫:২৩ পদ বলে,

> "কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে"।

পবিত্র শাস্ত্র (ঈশ্বরের বাক্য) যখন আমাদের নিশ্চিত করে এই বিষয়ে তখন অবশ্যই সেটা ঘটবে।

দিন থাকতেই সুযোগে সাড়া দেওয়া (The Day of Opportunity)

দেশাধক্ষ্য ফিলীক্স পৌলকে তার সম্মুখ থেকে এই বলে পাঠিয়ে দিয়েছিল যে, "এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব" প্রেরিত ২৪:২৫ পদ, কিন্তু বছরের পর বছর অতীত হলেও ভীতু কাপুরুষ ফিলীক্সের জীবনে উপযুক্ত সময় আসেনি যে পৌলকে ডেকে তাঁর ঈশ্বরের সত্য বাক্য শোনে, কারণ সে ছিল অর্থ পিপাসু ও জগতের মর্যাদা ও ক্ষমতা লোভী। ফিলীক্সের মত বহু ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আছে, যারা ঈশ্বরের জীবন্ত সত্য বাক্য বা সুসমাচারকে দূরে সরিয়ে রেখে জগতের

তাড়নায় নিজেদেরকে মত্ত রাখে, মনে করে 'উপযুক্ত সময়ে'(?) ঈশ্বরের শরনাপন্ন হবে। তারা জানেনা যে, কত বড় ভুল ধারণা এইটি, এই সম্পর্কে প্রেরিত করিন্থে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পৌলের বক্তব্য,

"দেখ, এখন সুপ্রসন্নতার সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস" (২য় করিন্থীয় ৬:২)।

আর এই পরিত্রানই হচ্ছে পার্থিব জীবন থেকে অপার্থিব জীবনের জন্য মুখ্য বিষয়, যেটাতে এই ক্ষনে সাড়া না দিলে আগামী ক্ষনে সুযোগ মিলবে কিনা তা কোন জীবিতজন বলতে পারে না, কারণ কখন তার মৃত্যু ঘন্টা বাজবে সে নিজেও তা জানে না।

মাইকেল আস্টন (Michael Ashton)

সুধী পাঠকদের কাছে, আমাদের অনুরোধ "বিচারের নিমিত্তে উত্থাপন" পুস্তিকাটি পাঠ শেষে আপনাদের মন্তব্য এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

১। ঈশ্বরের বিচারকার্যকে কে বা কারা ভয় করবে?

২। আমরা কেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্টি করতে প্রচেষ্ট হবো?

৩। আমরা যখন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিষয় পড়ি সেটা কি রকম জীবন?

৪। খ্রীষ্টের পুনরাগমনে কারা কবর থেকে উত্থিত হবে?

৫। ঈশ্বরের বিচারের ভিত্তি বা সূচনা কি?

৬। এই সকল বিষয় সম্পর্কে আমাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত কখন নিতে হবে?

উত্তর পাঠাবার ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানাঃ-

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**